মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩২৮০

পর্ব-১৩: বিবাহ (كتاب النكاح)

পরিচ্ছেদঃ ১১. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - খুল্‘ই (খুলা‘ তালাক) ও তালাক প্রসঙ্গে

আরবী

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطلاقُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

বাংলা

৩২৮০-[৭] ইবনু ’উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা’আলার কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হালাল কার্য হলো তালাক। (আবূ দাঊদ)[1]

ফুটনোট

[1] য‘ঈফ : আবূ দাঊদ ২১৭৮, ইবনু মাজাহ ২০১৮, ইরওয়া ২০৪০, য‘ঈফ আল জামি‘ ৪৪, য‘ঈফ আত্ তারগীব ১২৩৮। কারণ আবূ দাঊদ-এর সনদে মুহাম্মাদ বিন খালিদ এবং ইবনু মাজাহ্-এর সনদে ‘উবায়দুল্লাহ ইবনু ওয়ালীদ ওয়াস্ সাফী দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: বিবাহ একটি জান্নাতী বন্ধন। এ সম্পর্কের অবসান কারো জন্যই কাম্য নয়। তবু জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনে এ সম্পর্কের অবসান ঘটাতেই হয়। স্বামী স্ত্রীর এই বন্ধন ছিন্নের মাধ্যম হলো তালাক।

‘আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেনঃ তালাক ইসলামে বৈধ হলেও তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়, কেননা শায়ত্বনের কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো। সুতরাং শায়ত্বনের প্রিয় কাজ আল্লাহর কাছে কখনো পছন্দনীয় হতে পারে না।

কেউ কেউ বলেন, ত্বলাকের প্রকৃতি ও স্বভাবগত বিধান হলো তা হালাল, কিন্তু ওটাকে যখন পাপের সাথে সংমিশ্রণ করা হয়, তখন তা হয় আল্লাহর কাছে অপ্রিয়। যেমন মানুষ অন্যায় ও অযাচিতভাবে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ফেলে, অসময়ে স্ত্রীকে তালাক দেয়, শারী‘আত সীমালঙ্ঘন করে একই সঙ্গে একাধিক তালাক দিয়ে দেয় ইত্যাদি।

তালাক বৈধ হওয়া সত্ত্বেও হারাম ও বিদ্‘আত পন্থায় তা প্রয়োগের কারণে তা হয় আল্লাহর কাছে অপ্রিয় ও অপছন্দনীয়। অথবা ত্বলাকের দ্বারা উভয়ে যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমনকি অনেকের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠে তখন তা হয় আল্লাহর কাছে অপ্রিয়।

হাদীসটির ইসনাদ রোগগ্রস্ত অর্থাৎ মু‘আল্লাল (সহীহ নয়), সুতরাং বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করা হলো।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68607

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন